স্বাধীনতার সূর্য দেখার ভাগ্য যাদের হয়নি

আসিফ

"আমি পণ্ডিত নেহরুর মত একজন মহান ব্যক্তি হব। আমার জন্ম ১৪ই নবেম্বর, যেদিনে নেহরুর জন্ম।" নয় বছরের এই বালক আসিফ ইসবাল রহমান তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেনি। পীচ ঢালা কাল পথে রক্তে মাখা দেহে 'জয় বাংলা' মুখে শহীদের মিছিলে মিশে গেছে।
বিদীর্ণ।

ঐতিহাসিক ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। সকাল ১০টা হতে ঢাকা নগরীর রাজপথে মুক্তিপাগল নরনারী আনন্দে আত্মহারা। কে পারে তাদের ধরে আগলে রাখতে। বিজয় উল্লাসে—আকাশ 'জয় বাংলা' শব্দে বিদির্ণ।

আসিফও থাকতে পারেনি। ২৫ নং ইসকাটন গার্ডেন বাড়ী হতে ২-১৫ মিনিটে আম্মার কাছ থেকে বিদায় নেয় আসিফ। বলে 'আম্মা আসি' জয় বাংলা—বলে আসি। মায়ের মন শঙ্কিত, ভীত। মা পাঠাতে চায়নি। পারেনি রাখতে। তার যে চিরন্তন ডাক এসেছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে আবার বাড়ীর দিকে। ময়মনসিংহ রাস্তা ছেড়ে বাড়ীর পথে গলির ভিতর ৫০/৬০ গজ চলে গেছে। আর ৫ সেকেন্ড হলে মায়ের কোলে ফিরে যায়। বিকাল ২-৪৫ মিনিটে আত্মসমর্পনকারী বর্বর পাকিস্তানী সৈন্য বাচচাদের লক্ষ্য করে মুখ্য সড়ক থেকে গুলী করে। কারণ তাদের মুখে জয় বাংলা। পিছন থেকে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আসিফ মুখে তার 'জয় বাংলা'—মা আরিফ। সে তার ছোট ভাই আরিফের হাত ধরে দৌড়াচ্ছিল আর বলছিল 'ভাই দৌড়াও, ওরা মেরে ফেলবে, মায়ের কোলে আর জীবন্ত ফিরে যায়নি এ শিশু। সব শেষ।

একটি চারা যা উত্তরকালে বৃহৎ মহীরূহে পরিণত হতে পারতো তা চিরতরে নিশেষ হয়ে গেল। আসিফ তার আব্বা মোঃ জিল্লুর রহমান, সেক্রেটারী, পুনর্গঠন বোর্ড বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন যখন আমেরিকায় অধ্যয়নরত ছিল তখন মিসিগানে আমেরিকান পাবলিক স্কুলে গ্রেড দুই ও তিনে পড়েছিল। এ মেধাবী ছাত্রটি সেখানে তাদের শ্রেণীতে প্রথম পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী অন্যতম। বহুমুখি প্রতিভার বিকাশ দেখা গেছলো এ অল্প বয়স্ক বালকটির ভীতরে। ঢাকায় সে ইংলিশ প্রিপেয়াটরী স্কুল, ফুলার রোড়, তৃতীয় স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্র ছিল।

শহীদ এ কে এম সাইফুল ইসলাম

শহীদ এ কে এম সাইফুল ইসলাম। জন্ম বগুড়া শহরে। বয়স ১৬। পিতা এম এ গনি একজন অবসর প্রাপ্ত উচচপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

সাইফুল ইসলাম ২৫শে মার্চের পর পরই মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেন। বগুড়ার ধুনট থানায় এবং পূর্ব বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে হানাদার বাহিনীর সাথে দলবল নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ন হন। তাদের দুঃসাহসিক তৎপরতায় কয়েকটি সামরিক কনভয় এবং সামরিক ট্রেনও ধ্বংস হয়। গত ১১ই আগস্ট বগুড়া পাওয়ার হাউসের সাব স্টেশন ধ্বংস করতে যেয়ে তিনি গ্রেফতার হন। তার পর দু মাস তাকে নাটোর জেলে আটক রাখা হয়। এরপর তাকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে বগুড়ায় স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয়। কিন্তু ১১ই নবেম্বর কুখ্যাত বদর-বাহিনীর হাতে আরো তেরো জন সংগ্রামী ছাত্রের সাথে তিনি শহীদ হন। সাইফুল ইসলাম ব্যক্তি জীবনে একজন সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজের প্রথম বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

শহীদ আবদুল ওয়াহাব

শহীদ আবদুল ওয়াহাব, মগবাজার নয়াটোলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আজগব আলীর ছেলে। শহীদ ওয়াহাব আওয়ামী লীগ মগবাজার ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সহসভাপতি ও স্বেচছা সেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

গত ২২শে নবেম্বর ঢাকার পূর্ব দিকে ইসাপুরে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল ওয়াহাব শহীদ হন। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ১৪ জন মারা যায় ও ৬ জন আহত হয়। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে আবদুল ওয়াহাব ও তার অপর এক সহকর্মী শহীদ হন।

শহীদ সৈয়দ ফুল মিয়া

শহীদ সৈয়দ ফুল মিয়া। ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাই। গ্রামের বাড়ী কুমিল্লা জেলার জানঘর গ্রামে। বয়স ৩০। গত এপ্রিলের শুরুতে চট্টগ্রাম থেকে চলে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। অধিনায়ক সৈয়দ শাহ আলমের সাথে তিনি মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন।

আথাউড়া তারাগঞ্জ, কসবা, তিন লাখ পীরের ব্রীজ, রংপুর জেলার রৌমারী, শীলমারী ও জামালপুর মহকুমার কামালপুরে তিনি হানাদার বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেন। নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধরত অবস্থায় কামালপুরেই তিনি শহীদ হন। কামালপুরে তিনি 'বিওবি'তে ছিলেন।

শহীদ সাদাত হোসেন (দুলাল)

শহীদ শাহ মোহাম্মদ সাদাত হোসেন (দুলাল)। কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার আলগী দুর্গাপুর গ্রামের পরলোকগত শাহ মোহাম্মদ ইস্কান্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

গত ৬ই ডিসেম্বর ভোর পোনে ছয় টায় কুখ্যাত বদরবাহিনী ও হানাদার বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক তাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়—(গুলশান এলাকার দক্ষিণ বাড্ডা থেকে)।

বাড়ী থেকে কিছু দূরে নিয়েই তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ দুলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের এম এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত মৌলানা মোহাম্মদ সুফিয়ান শাহ দুলালকে পুত্র স্নেহে ছোট বেলা থেকে লালন-পালন করেন। তিনি সম্পর্কে দুলালের চাচা।

শহীদ লতিফুর রহমান (হেলাল)

শহীদ লতিফুর রহমান (হেলাল)। ভৈরব হাজি আসমত কলেজের বাণিজ্য বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

২৫শে মার্চের পূর্ব থেকেই ভৈরবে তিনি তার দলবল নিয়ে সংগ্রামের জন্য তৈরী হচিছলেন। কিন্তু ২৫শে মার্চ তিনি ছিলেন ঢাকার জগন্নাথ হলে। সেই রাতেই পশু শক্তির নির্মম আক্রমণে তিনি জগন্নাথ হলের আরো অনেক ছেলের সাথে শহীদ হন।

শহীদ আবু মুসা

শহীদ আবু মুসা। ৩২ নং পশ্চিম যাত্রাবাড়ী (ঢাকা) জনাব আফসারউদ্দীনের চতুর্থ সন্তান।

মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা গত ২৫শে আগস্ট বৈদ্যেরবাজার থানার আন্দারিয়া মানিক গ্রামে হানাদার বাহিনী ও দালাল রাজাকার বাহিনীর সাথে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শহীদ হন।

শহীদ মুসা মে মাসে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড নিক্ষেপ, মালিবাগের এক কুখ্যাত দালাল নিধন, ঢাকার মুন সিনেমা হলে বিস্ফোরণ, সাইদাবাদের রাস্তায় মাইন বিস্ফোরণ, দয়াগঞ্জ রেললাইনের ক্ষতি সাধন ইত্যাদি দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি অংশ নেন।

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছিলেন।

শহীদ মাহবুব আলী (সাচচু)

শহীদ মাহবুব আলী (সাচচু)। পিতা—শামসুল হুদা, নয়াঘর, নারায়ণগঞ্জ।

গত ২৭শে মার্চ হানাদার বাহিনী নারায়ণগঞ্জ আক্রমণ করলে মাহবুব আলী গ্রামের আরো কিছু তরুণকে নিয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের উপর মাসডাইরে তাদের গতিরোধ করেন। সামান্য বন্দুক আর রাইফেল নিয়ে তারা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপর কয়েকজন গ্রামবাসীর সাথে মাহবুব আলী শহীদ হন।

শহীদ মাহবুব আলী তোলারাম কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষার্থী ছিলেন।

শহীদ মোতালিব (মানিক)

শহীদ আবদুল মোতালিব (মানিক), পিতার নাম—আবুল আয়েশ, গ্রাম—চান্দারটেক, জেলা—ঢাকা।

প্রথম থেকেই মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন। গত ৫ই অক্টোবর শিবপুর থানার পুটিয়া বাজারে হানাদার বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শহীদ হন। একই সাথে শহীদ হন অপর মুক্তিযোদ্ধা ইদ্রিস।

শহীদ মোতালিব নরসিংদী কলেজের আইএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

ফজলুল হক

শহীদ ফজলুল হক (ফজলু)। পিতার নাম মোঃ সেলামত আলী প্রধান। শিবপুর থানার কানাহোটা গ্রামের অধিবাসী। শহীদ আসাদ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

গত ১৩ই আগস্ট উক্ত এলাকার পুটিয়া নামক স্থানে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর এক সংঘর্ষ হয়। এতে হানাদার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনসহ ৩২ জন মারা যায় আর মুক্তিবাহিনীতে শহীদ হন শুধু ফজলুল হক। ফজলুল হক উক্ত এলাকার একজন অমিততেজা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।